4/80
NB 1.9

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

3/231

সটীক বঙ্গানুবাদ

আনন্দ্ সাহিব

অধ্যাপক
শ্রীহারানচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার

ডেভিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট
বেরহামপুর-১ (গঞ্জাম) ওড়িশা

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS. 3/231

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/231

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

সটীক বঙ্গানুবাদ

আনন্দ্ সাহিব

3/231
৪/১৪০

অধ্যাপক

শ্রীহারানচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার

এম্-এ ; এফ্-আর-এ-এস্-বি

(Formarly Professor and Head of the Department of Anthropology and Lecturer in Ancient Indian History & Culture, Calcutta University ; President, Indian Science Congress (Anthro. Sec., Indore) ; Secretary, Royal Asiatic Society of Bengal.)

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার

ভেডিক্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্

বেরহামপুর-১, গঞ্জাম (ওড়িশা)

LIBRARY 3/231
No.... ৪/১৪০
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

প্রকাশক :
কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার
ভেডিক্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্
বেরহামপুর—১' গঞ্জাম (ওড়িশা)

কলিকাতা প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা—১২
প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—১'৫০

মুদ্রাকর :—
শ্রীময়ী প্রিণ্টার্স
শ্রীদুলালচন্দ্র ভূঞ্যা
২৪, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

3/231

অর্ঘ্য

সারা পৃথিবীব্যাপী শিখ-সন্তের বিপুল আয়োজন ও কাতর আহ্বানে ভূভারভারহারী যুগের সদগুরু শ্রীমন্নানক আপন পঞ্চশততম জন্ম-জয়ন্তী পূর্ণ করিতে শ্রীভগবানকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আসিতেছেন, পতিতকে পূর্ণতা দান করিতে-এই শুভ রাসপূর্ণিমা তিথিতে। তাঁহাদের ঘিরিয়া দিব্য-মর্ত্ত্যবাসীজন কত না আনন্দ করিবেন। এই মহামহোৎসবে তাঁহারই প্রেমগাঁথা এই আনন্দ মঙ্গল সঙ্গীত শ্রীহারাণচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে তথায় যাইয়া পৌছাক নানক সমীপে এই বিনম্র কাতর প্রার্থনা জানাইয়া আনন্দের বঙ্গসংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

হে প্রেমিক গুরো! কৃপা পূর্ব্বক তোমার দরবারে ইঁহাকে গ্রহণ কর।

রাস পূর্ণিমা, সন ১৩৭৬, ৭ই অগ্রহায়ণ।

ইতি—

দাস

প্রকাশক

LIBRARY 3/231
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আনন্দু

মণি চাউ ভইআ, প্রভু অগমু সুণিআ ॥
হরি মঙ্গল গাউ সখী, গ্রিহু মংদরু রণিআ ॥
হরি গাউ মংগল নিত সখীরে,
সোগু দূখু ন রিআপএ ॥
গুর চরণ লাগে দিন সভাগে,
আপণা পিরু জাপএ ॥
অনহত বাণী গুর সবদি জাণী,
হরি নামু হরি রসু ভোগো ॥
কহৈ নানকু প্রভু আপি মিলিআ,
করণ কারণ জোগো ॥

চিত্ত আমার আনন্দোৎফুল্ল, প্রভু আসিবেন এই কথা শুনিয়া। হে সখিগণ, তোমরা হরিমঙ্গল গান কর, এই দেহরূপ গৃহ মন্দির হইয়া যাইবে। গাও নিত্য হরিমঙ্গল, হে সখিগণ, শোক দুঃখ কিছুই ব্যাপিবে না। শ্রীগুরুদেবের চরণে যে দিন আমি লাগিয়া থাকি, সেই দিনই সৌভাগ্যবান এবং যেদিন আমার প্রিয়তমের নাম জপ করিতে থাকি। অনাহত বাণী গুরুপ্রদত্ত নাম হইতে জানি, হরিনামে হরিরস ভোগ করি। কহে নানক, প্রভু স্বয়ং আপনি আসিয়া মিলিয়াছেন, যে প্রভু করণ ও কারণ, যিনি গড়িতে ও ভাঙ্গিতে সমর্থ।

আনন্দ—স্বরূপানন্দ, চিদ্ঘন চির অপার্থিব সুখ বা ব্রহ্মানন্দ। গ্রন্থসাহেবের ভাষায় 'সহজানন্দ', যাহা সর্বত্র সর্বক্ষণ সকলের মধ্যে আছে এবং স্বভাবের মধ্যে থাকিয়াই যাহাকে সম্ভোগ করা যায়, যদি কৃপাময় সদ্গুরু কৃপা করেন।

আনন্দ সাহেব নানকসাহী তৃতীয় গুরু শ্রীঅমরদাস বিরচিত। শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবে রামকলী নামক রাগে যে চল্লিশটী বাণী সম্বলিত একটী অন্যতম গুচ্ছ বিন্যস্ত রহিয়াছে তাহার নাম 'অনংদু'। সম্মান সূচক 'সাহিব' শব্দটী তাহার সহিত যোগ করিয়া বলা হয় আনন্দ্ সাহিব। আনন্দ সাহিবের প্রথম আটত্রিশটী মূল পৌড়ী স্বয়ং সদ্গুরু অমরদাসজী শ্রীমুখ নিসৃত। ইহার মাহাত্ম্য ক্ষেপণ করিয় শেষ দুইটী পৌড়ী রচনা করিয়াছেন যথাক্রমে চতুর্থ গুরু রামদাসজী ও পঞ্চমগুরু অর্জনদেব।

LIBRARY
No.....
Shri Shri .. ..mayee Ashram
BANARAS.

১৬১১ বিক্রম সংবতে যখন মোহরী নামক গুরু অমরদাসজীর কনিষ্ঠ পুত্রের গৃহে এক সিদ্ধ যোগীর জন্ম লাভ হয় তখন গুরু উক্ত ৩৮টি বাণী নিজমুখে উচ্চারণ করেন এবং উক্ত বালকের নাম রাখেন 'অনংদু বা আনন্দ'। কথিত আছে অণিমা লঘিমাদি ঐশ্বৈর্য্যবান জনেক সিদ্ধ যোগীর নিজ ধর্ম-জীবনের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় দৈবাৎ গুরু অমরদাসজীউর সন্ত সভায় উপস্থিত হইয়া সত্যধর্মের (কেহ বা বলেন শ্রীঅমর দাসের কুলে জন্মলাভের) প্রার্থনা করেন। তখন গুরুজী তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি প্রারব্ধ ক্ষয়েষ জন্য পুনরায় আর এক জন্ম পাইবে, তখন তোমাকে তোমার অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ শুনাইব"। এই কথা শুনিয়া যোগী বিনয় পূর্বক গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুজি! পরবর্ত্তী জন্মে পুনরায় আপনার সহিত আমার কিরূপে মিলন ঘটিবে, যদি মিলন না হয় তবে'ত সে জন্মও আমার ব্রহ্মজ্ঞান বিনা বৃথাই যাইবে?" প্রত্যুত্তরে গুরু বলিয়াছিলেন, "যোগী, তুমি চিন্তা করিও না, তোমার দ্বিতীয় জন্ম আমার গৃহেই হইবে, তখন আমি জীবন দিয়া হইলেও তোমাকে উদ্ধার করিব, তোমার আর পুনর্জন্ম হইবে না"। পরে কিছু কাল মধ্যে যোগী বর্ত্তমান শরীর ত্যাগ করিয়া গুরু অমরদাসজীর গৃহে পৌত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের (বা ব্রহ্মনন্দের) ইচ্ছা ধারণ করতঃ পৌত্ররূপে যোগীর জন্মলাভ হইয়াছে জানিয়া গুরু অবিলম্বে শিশু পৌত্রকে আনাইয়া নিজক্রোড়ে ধারণ পূর্বক উক্ত ৩৮টি আনন্দ-বাণী উচ্চারণ করেন এবং তখনই এই বাণী চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তদবধি শিখগণ প্রতি মাঙ্গালিক উৎসবে বিশেষতঃ সন্তানের জন্ম, বিবাহ, দীক্ষাকালীন অমৃত প্রস্তুত প্রভৃতি বিবিধ পূণ্য কার্য্যে আনন্দ সাহেব অতীব প্রেমের সহিত আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গ জননীর কোলে প্রেমমূর্ত্তি নানক মহারাজ আসিয়া শোভা বিস্তার করিবেন। তাহাতে 'আনন্দ' ছাড়া এই মহামহোৎসবের তাৎপর্য্য কে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবে ? এই মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রী গোস্বামী প্রভূর কৃপাকণা মস্তকে ধারণ করতঃ শ্রীগুরু নানক দেবজীউর ৫ শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'আনন্দ সাহেব' প্রকাশ করিলাম। ইহা অধ্যাপক শ্রীশ্রীহারানচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় অনূদিত শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহেবের ৪র্থ খণ্ড বঙ্গানুবাদ। এই উপলক্ষে পুনরায় স্বতন্ত্র ভাবে "শ্রীমন্নানক ও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত হরিনামের মাহাত্ম্য"। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

আনন্দ সাহেব প্রকাশ উপলক্ষ্যে আরও একটি কথা মনে হইতেছে এই যে, জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতীম পরম শ্রদ্ধাভাজন গোসাই প্রশিষ্য শ্রীশ্রীঅসীমানন্দ সরস্বতী জীউর মহাপ্রয়াণে আমাদের এক জ্যেষ্ঠা সহোদরা বড়ই কতের কণ্ঠে স্বামীজীর অপার মহৎ জীবনের পরিচয় দিয়া আমাকে একটি লেখা মন্দিরে প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামীজী নানাভাবে এই অধমকে যে স্নেহের জোরে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমার কি সাধ্য যে তাঁহার একটি কেশেরও বর্ণনা আমি করিতে পারি। যেমন গুরুকৃপায় সদগুরু দত্ত অমৃত নামের স্বাদ কেবল অন্তরেই ভোগ করা যায়, বাক্যে তাহা প্রকাশ করা যায় না, তেমন সদগুরু বা তাঁহার আশ্রিত জনের কথা চিন্তা করিলে যে সুখ লাভ হয়, মুখে বলিতে গেলে সেই সুখ আর থাকে না। তাহা ছাড়া, সদগুরু ও তাঁহার আপন জনের মহিমা একমাত্র সদগুরু স্থানেই জানা যায়, তাহা ভিন্ন অপর দ্বিতীয় কোন স্থান নাই যেখানে অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের কথা জানা যায়। তাই আমি গুরু বিরহে কাতরা দিদিকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীগোসাই ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা করিয়া যখন নিজেরাই ষড়দর্শনের অন্যতম অগম অপার গুরুদর্শন শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহেবজী প্রকাশ করাইতেছেন, তখন সেখানেই তাহাদের অপার মহৎ জীবনের সত্য পরিচয় প্রকাশিত হইবে। কারণ—

"জো প্রভি অপুনী সেবা লাইআ ॥
নানক সো সেবকু দহদিসি প্রগটাইআ ॥"

যে সেবককে প্রভু সদগুরু আপনার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, হে নানক ! সেই সেবক দশদিকে অর্থাৎ সমস্ত জগতে প্রকটিত হয়—সে কখনও অপ্রকাশ থাকে না। সদগুরু নিজেই তাহাকে প্রকাশিত করেন। তাই বলিতেছি, স্বামীজীর গুণমুগ্ধ আশ্রিত আশ্রিতাগণ এই আনন্দসাহেব পাঠ করিয়া যদি কথঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করেন তবে নিঃসন্দেহে এই দীনের পরিশ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

গ্রন্থসাহেব আবৃত্তির সাধারণ বিধি

গ্রন্থসাহেব পাঠে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত আবৃত্তির সাধারণ বিধিগুলি স্মরণ করিবেন। অর্থাৎ—

শব্দের অন্তে হ্রস্ব ইকার (ি) কিম্বা হ্রস্ব উকার (ু) থাকিলে তাহা উচ্চারণ করিতে হয় না। যেমন—সতি—সত্, করি—কর, প্রসাদি—প্রসাদ ; প্রভু—প্রভ, গুরু—গুর, দাসু—দাস, এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়।

আরও একটি কথা এই যে, গুরুমুখীতে অন্তস্থ 'র' এর উচ্চারণ বিশেষ ভাবে আবৃত্তি করিতে হয়। যেমন, 'অররু' উচ্চারণের সময় 'অওয়র', 'গাৱৈ',—'গাওয়ৈ' এইরূপ—

শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী

বঙ্গানুবাদ

আনন্দ সাহেব মহলা ৪

১ওঁ সতিগুর প্রসাদি ॥

পউড়ী ১

অনংদু ভইআ মেরী মাত্র সতিগুরু মৈ পাইআ ॥
সতিগুরু ত পাইআ সহজ সেতী মনি ৱজীআ ৱাধাঈআ ॥
রাগ রতন পরৱার পরীআ সবদ গাৱণ আঈআ ॥
সবদে ত গাৱহু হরী কেরা মনি জিনী ৱসাইআ ॥
কহৈ নানকু অনংদু হোআ সতিগুরু মৈ পাইআ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ

১। মাগো (হে আমার মন)! আনন্দ হইয়াছে আমার, সদগুরু আমি পাইয়াছি। যখন হইতে সদগুরু পাইয়াছি তখন হইতে সহজের (শান্ত পদের) সহিত সম্বন্ধ বন্ধন বাঁধিয়া গিয়াছে, স্থাপন হইয়াছে আমার হৃদয়ে। দুর্লভ রত্ন, প্রভুর প্রতি অনুরাগ বা শ্রেষ্ঠ রাগসমূহ রাগিণীগণের সহিত (প্রত্যক্ষরূপে) আবির্ভূত হইয়াছে, নামগান হইতেছে। তাতে হে ভাই! যাঁহারা হরিকে মনে বসাইয়াছেন তুমিও তাঁহাদের দুয়ারে (সাধু সঙ্গে) গুরুমন্ত্র উচ্চারণ কর। নানক কহিতেছে, আনন্দ হইয়াছে আমার, সদগুরু আমি পাইয়াছি।

টীকা—অনংদু=আনন্দ, সহজ—স্বভাব-জ্ঞান, শান্তি, ব্রহ্মপদ, শান্তপদ, নির্ভয় পদ, সেতী—সহিত, সহজ সেতী—শান্তির সহিত, জ্ঞানের সহিত, ব্রহ্মের সহিত বা অনায়াসের সহিত। 'সতিগুরু ত পাইআ সহজ সেতী' কোন কোন টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছে—'সদগুরুকে আমি জ্ঞানের সহিত পাইয়াছি'।

পউড়ী ২

হে মন মেরিআ তূ সদা রহু হরি নালে ॥
হরি নালি রহু তূ মন মেরে,
দূখ সভি বিসারণা ॥
অংগীকারু ওহু করে,
তেরা কারজ সভি সরারণা ॥
সভনা গলা সমরথু সুআমী,
মৈ কিউ মনহু বিসারে ॥
কহৈ নানকু মন মেরে
সদা রহু হরি নালে ॥

বঙ্গানুবাদ

২। হে মন আমার, তুমি সর্বদা হরির সহিত থাক। হরির সহিত লাগিয়া থাক তুমি হে মন আমার, সমুদয় দুঃখ তিনি ভুলাইয়া দিবেন। অঙ্গীকার (গ্রহণ) তিনি, করিবেন তোমাকে, তোমার সমুদয় কার্য তিনি সমাধান (নিয়ন্ত্রিত) করিয়া দিবেন। সকল বিষয়ে তিনি সমর্থ, সর্বশক্তিমান স্বামী তিনি, তাঁহাকে কেন তুমি ভুলিয়া যাও! কহিতেছে নানক, মন রে আমার, তুমি সদাকাল থাক হরি সান্নিধ্যে।

টীকা—নালে—সঙ্গে, বিসারণা—দূর করিবার মালিক—দূর করিয়া দিবেন; ভুলাইয়া দিবেন। অংগীকারু=অঙ্গীকার, স্বীকার বা পক্ষ গ্রহণ, কারজ=কার্য, সরারণা=সহায়তা করিবেন, সামলাইবেন, নিষ্পন্ন করিবেন, পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রিত করিবেন। গলা=কথা বা কার্য। সুআমী=স্বামী, প্রভু।

পউড়ী ৩

সাচে সাহিবা কিআ নাহী ঘরি তেরৈ ॥
ঘরি ত তেরৈ সভু কিছু হৈ,
জিসু দেহি সু পারএ ॥
সদা সিফতি সলাহ তেরী
নামু মনি রসারএ ॥
নাম জিন কৈ মনি রসিআ—
রাজে সরদ ঘনেরে ॥
কহৈ নানকু সচে সাহিব—
কিআ নাহী ঘরি তেরৈ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ

৩। হে সত্য প্রভু, কি নাই তোমার ঘরে। ঘরে, ভাণ্ডারেতো তোমার সব কিছু (পদার্থ) আছে, পরন্তু যাহাকে তুমি দাও সেই পায়। সে সর্বদা তোমার স্তুতি এবং গুণকীর্তন করে, তোমার নাম মনে স্থাপন করে। নাম যাহার মনে বসিয়াছে তাহার অন্তরে ঘন (বহুপ্রকারের) আনন্দধ্বনি (অনাহতরূপে) বাজে। কহিতেছে নানক, হে সত্য প্রভু! কি নাই তোমার ঘরে।

টীকা—সাহিবা, সাহিব, প্রভু। সিফতি=স্তুতি, পরমেশ্বরের গুণগানকারী, সিফতী=যাঁহার স্তুতি করা যায়, স্তুতির পাত্র। সালাহ=স্তব, গুণকীর্তন, সবদ=শব্দ, অনাহত ধ্বনি, আনন্দধ্বনি, ঘন - বহু প্রকারের।

পউড়ী ৪

সাচা নামু মেরা আধারো ॥
সাচু নামু অধারু মেরা—
জিনি ভুখা সভি গৱাঈআ ॥
করি সাংতি সুখ মনি আই ৱসিআ—
জিনি ইছা সভি পূজাঈআ ॥
সদা কুরবাণু কীতা গুরু ৱিটহু—
জিস দীআ এহি ৱড়িআঈআ ॥
কহৈ নানকু সুণহু সংতহু
সৱদি ধরহু পিআরো ॥
সাচা নামু মেরা আধারো ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ

৪। সত্য নাম আমার আধার, একমাত্র আশ্রয়। (গুরু অমরদাসজী কহিতেছেন) সত্য নাম আশ্রয় আমার, যাহা সমুদয় ক্ষুধা দূর করিয়াছে। নাম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে, শান্তি ও সুখ দিয়াছে এবং সমুদয় বাসনা তৃপ্ত করিয়া দিয়াছে। সর্ব্বদা নিজেকে বলিস্বরূপ অর্পণ করিতেছি আপন গুরুদেবের নিকটে যিনি এই মহত্বসমূহ দান করিয়াছেন। কহিতেছে নানক, শোন হে সাধুগণ, তোমরাও গুরূপোদেশে প্রেম কর, সত্য নাম আমার জীবন আধার।

টীকা—আধারো=জীবন আধার, আশ্রয়। গরাইআ=দূর করিয়া দিয়াছেন। "করি সাংতি সুখ মনি আই ৱসিআ" দ্বিতীয় অর্থ—নাম শান্তি ও সুখ প্রদান করিয়া মনে আসিয়া বসিয়াছে। পূজাইয়া—পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তৃপ্ত করিয়া দিয়াছেন। বিটহ=উপরে বা সমীপে। কুরবাণ=কোরবান, বলি দান করা, উৎসর্গ করা, ৱড়িআঈআ=মহত্ব বা মাহাত্ম্যসমূহ।

পউড়ী ৫

বাজে পংচ সবদি তিতু ঘরি সভাগৈ ॥

ঘরি সভাগে সবদ বাজে—

কলা জিতু ঘরি ধারীআ ॥

পংচ দূত তুধু বসি কীতে *

কালু কংটকু মারিআ ॥

ধুরি করমি পাইআ তুধু জিন কউ

সি নামি হরি কৈ লাগে ॥

কহৈ নানকু তহ সুখু হোআ

তিতু ঘরি অনহদ বাজে ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ

৫। বাজে পঞ্চ শবদ (বিবিধ নাদ ধ্বনি) সেই সৌভাগ্যবান ঘরে, সেই সৌভাগ্যবান ঘরে (অনাহত) শব্দ বাজে যে ঘরে পরমেশ্বর (নামে) শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। কামাদি পঞ্চদূত তুমি বশ করিয়াছ এবং দুঃখরূপ কালকণ্টককে মারিয়াছ। পূর্ব্ব সৌভাগ্যবশে হে হরি, যে তোমাকে পাইয়াছে সে (তোমার) হরিনামে লাগিয়া থাকে। নানক কহিতেছে, তাহাদের অন্তঃকরণে সুখ হইয়াছে এবং তাহাদের হৃদয়ে এক রস শব্দ বাজে—পরমেশ্বরের জয়গান অনাহতরূপে বাজে।

টীকা—*অর্থাৎ নাম যাহার মনে বসিয়াছে সে কামাদি পঞ্চদূত বশ করিয়াছে এবং দুঃখদায়ী কালকণ্টককে মারিয়াছে। কলা=শক্তি। বসি কীতে=বশ করিয়াছ। কালু কংটকু=কালকণ্টক, দুঃখদায়ী কাল। ধুরি=পূর্ব্বের, করমি=কর্ম, পুণ্যকর্মফলে, সৌভাগ্যক্রমে। তুধু=তুমি, (তোমাকে)। জিন=যে বা যাহারা। সি=সে। তহ=তাহাদের।

পউড়ী ৬

সাচী লিৱৈ বিনু দেহ নিমাণী ॥
দেহ নিমাণী লিৱৈ বাঝহু,
কিআ করে ৱেচারীআ ॥
তুধু বাঝু সমরথ কোই নাহী,
ক্রিপা করি বনৱারীআ ॥
এস নউ হোর থাউ নাহী
সবদি লাগি সৱারীআ ॥
কহৈ নানকু লিৱৈ বাঝহু
কিআ করে ৱেচারীআ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ

৬। সাচ্চা প্রেম বিনা দেহ নিমানী, তাহার কোনও মান নাই। দেহ অমানী প্রেম ব্যতীত; কি করিতে পারে সে বেচারা, অসহায়! তুমি ব্যতীত সমর্থ কেহ নাই, কৃপা কর হে বনওয়ারী হরি। এই অসহায় দেহীর আর কোনও আশ্রয় (সহায়) নাই। সে (এই দেহ) নামে লাগিয়া থাকিলে ভূষিত হয়। নানক কহে, প্রেম ব্যতীত কি করিতে পারে, এই বেচারা।

টীকা—সাঁচী=সাচ্চা! লিৱ=প্রেম, প্রীতি। বাঝহু=ব্যতীত, ৱেচারীআ=বেচারী, অসহায় দেহ বা দেহী, সমরথ=সমর্থ, থাউ=স্থান, আশ্রয়। সৱারীআ=ভূষিত হয়, নিষ্পন্ন।

পউড়ী ৭

আনংদু আনংদু সভু কো কহৈ
আনংদু গুর তে জাণিআ ॥
জাণিআ অনংদু সদা গুর তে
ক্রিপা করে পিআরিআ ॥
করি কিরপা কিলবিখ কটৈ
গিআন অংজনু সারিআ ॥
অংদরহু জিন কা মোহ তুটা
তিন কা সবদু সচৈ সবারিআ ॥
কহৈ নানকু এহু অনংদু হৈ
অনংদু গুর তে জাণিআ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

৭। আনন্দ আনন্দ (আমার আনন্দ লাভ হইয়াছে, আমার আনন্দলাভ হইয়াছে, মুখে বারংবার এই কথা) সকলেই বলে পরন্তু আনন্দ কেবল সদগুরু হইতেই জানা যায়। জানিতে পারা যায় আনন্দ সর্ব্বদা গুরু হইতে (যদি) কৃপা করেন সেই প্রেমের জন। যাহাকে কৃপা করিয়া পাপ দূর করিয়া দেন তাহাকে তিনি জ্ঞান অঞ্জন পরাইয়া দেন, জ্ঞানপ্রাপ্তি করাইয়া দেন। অন্তরে যাহার মোহ কাটিয়াছে তাহাকে সত্য নাম দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন (অথবা অন্তরের মোহ যাহার কাটিয়াছে তাহার বাক্য সত্যে মণ্ডিত, প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন)। কহে নানক, ইহাই আনন্দ (অর্থাৎ স্বরূপানন্দ) যে আনন্দ গুরু হইতে উপলব্ধি হয়।

টীকা—কৃপা করে পিআরিরা—যদি কৃপা করেন সেই প্রেমের জন অথবা যে প্রেমের জনকে তিনি কৃপা করেন। সারিআ—পাইআ হৈ, প্রাপ্ত হয়, পরাইয়া দেন—প্রাপ্তি করাইয়া দেন। সবারিআ—নিষ্পন্ন করিয়া দেন, মণ্ডিত বা ভূষিত করেন!

পউড়ী ৮

বাবা জিস্নু তু দেহি সোই জনু পারৈ ॥
পারৈ ত সো জনু দেহি জিসনো,
হোরি কিআ করহি রেচারিআ ॥
ইকি ভরমি ভুলে ফিরহি দহ দিসি
ইকি নামি লাগি সবারিআ ॥
গুর পরসাদী মনু ভইআ—
-নিয়মলু জিনা ভাণা ভারএ ॥
কহৈ নানকু জিস্নু দেহি পিআরে-
সোঈ জনু পারএ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ

৮। বাবা, হে পরমেশ্বর, যাহাকে তুমি দাও (তোমার কৃপা) সেই জনই পায়। পায়তো সেই জন দাও তুমি যাহাকে, কি আর করিতে পারে সেই বেচারা। কেহ কেহ ভুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় দশদিকে, কেহ নামে লাগিয়া রহিয়া ভূষিত হয়। গুরু প্রসাদে তাহাদের মন নির্মল হইয়াছে যাহাদের তাঁহার (বাক্য) ভাবিত হয় অথবা গুরু প্রসাদে তাহাদের মন নির্মল হইয়াছে যাহাদের তাঁহার (ভগবানের) ইচ্ছা ভাল লাগে—বা যাহারা ভগবানের ইচ্ছায় প্রেম করে। কহে নানক, যাহাকে দাও হে প্রিয়তম, সেইজনই পায় তোমায়।

টীকা—ভাণা=ভাব, প্রীতি, ইচ্ছা বাক্য বা আদেশ। ভারদ=ভাল লাগে, ভালবাসে, প্রীতি করে বা প্রেম করে। Through the Guru's favour pure are the hearts of those to whom the will of God is agreeable (Macauliffe).

পউড়ী ৯

আরহু সংত পিআরিহো,
অকথ কী করহ কহাণী ॥

করহা কহাণী অকথ কেরী,
কিতু দুআরৈ পাঈঐ ॥

তনু মনু সভু সউপি গুর কউ,
হুকমি মংনিঐ পাঈঐ ॥

হুকমু মংনিহু গুরূ কেরা,
গারহু সচী বাণী ॥

কহৈ নানকু সুণহু সংতহু,
কথিহু অকথ কহাণী ॥

বঙ্গানুবাদ

৯। এসো হে প্রিয় সন্তগণ, সেই অকথ (অনির্ব্বচনীয়) পরমেশ্বরের কথা বল। সেই অকথের কাহিনী সব বল; বল, কাহার দুয়ারে, কোন্ সাধনদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

উঃ—তনু মন ধন সব গুরুদেবকে সমর্পণ কর, তাঁহার হুকুম মান, তবে পাইবে। হুকুম মান শ্রীগুরুদেবের, গান কর সত্য বাণী। কহিতেছে নানক, শোন সমুদয় সন্তগণ, কথন কর (বল) সেই অকথের কাহিনী।

টীকা ঃ—আরহু-এস। অকথ—বাক্য ও মনের অতীত, অনির্বচনীয় পরমেশ্বরের। কহানী-কাহিনী। হুকমি-হুকুম, আদেশ। মংনিঐ=মান, মনন কর। হুকম মংনিহু.. গারহু সচীবাণী=গুরুদেবের হুকুম মনন কর এবং তদীয় (সচী বাণী) গুরুমন্ত্র জপ কর।

পউড়ী ১০

এ মন চংচলা,
চতুরাঈ কিনৈ ন পাইআ ॥

চতুরঈ ন পাইআ কিনৈ তূ,
সুণি মংন মেরিআ ॥

এহ মাইআ মোহণী,
জিনি এতু ভরমি ভুলাইআ ॥

মাইআ ত মোহণী তিনৈ কীতী,
জিনি ঠগউলী পাঈআ ॥

কুরবাণু কীতা তিসৈ বিটহু,
জিনি মোহ মীঠা লাইআ ॥

কহৈ নানকু মন চংচল,
চতুরাঈ কিনৈ ন পাইআ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ

১০। রে চঞ্চল মন চতুরতা করিয়া কেহ তাঁহাকে পায় নাই; চতুরতাতে পায় নাই কেহ, শোনরে মন আমার। এই মায়া মোহিনী, যে আসিয়া (এই সংসারকে) ভুলাইয়া রাখিয়াছে; এই মায়াতো তিনি মোহিনী করিয়াছেন, যিনি ঠকামি করিয়াছেন।* আমি কুরবাণ করিতেছি (নিজেকে) তাঁহার নিকটে, যিনি মোহকে মিঠা করিয়াছেন। কহিতেছে নানক, রে মন চঞ্চল! চতুরাই দ্বারা কেহই তাঁহাকে পায় নাই।

* ফঃ কোট—এই যে মায়া সে মোহিনী, যে এই সংসারের জীবকে ভ্রমে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। পরন্তু মায়াতো মোহনকারী সেই পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি ভ্রমকে ঠকাইয়াছেন।

পউড়ী ১১

এ মন পিআরিআ
তূ সদা সচু সমালে ॥
এহু কুটংবু তূ জি দেখদা,
চলৈ নাহী তেরৈ নালে ॥
সাথ তেরৈ চলৈ নাহী,
তিস্নু নালি কিউ চিতু লাঈঐ ॥
ঐসা কংমু মূলৈ ন কীচৈ,
জিতু অংতি পছোতাঈঐ ॥
সতিগুরূ কা উপদেস সুণি তূ,
হোরৈ তেরৈ নালে ॥
কহৈ নানকু মন পিআরে,
তূ সদা সচু সমালে ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ

১১। রে মন পিয়ারিয়া, তুমি সদা সত্যকে স্মরণে রাখ। এই যে কুটুম্বসকল যাহাদিগকে তুমি দেখিতেছ তাহারা তোমার সঙ্গে চলিবে না। সাথে তোমার চলিবে না যাহারা, তাহাদের সহিত কেন চিত্ত লাগাইয়া রাখিয়াছ। এইরূপ কর্ম মূলে (আদৌ) করিবে না যাহার জন্য অন্তে পস্তাইতে হয়। অতএব হে মন, শ্রীগুরুদেবের উপদেশ তুমি শোন, অন্তিমে যাহা তোমার সঙ্গে থাকিবে। কহিতেছে নানক, হে প্রিয়তম মন, তুমি সদা সত্যকে স্মরণ কর।

টীকা ঃ—সমালে—স্মরণ কর। নালি—সঙ্গে, কংমু—কর্ম। মূলৈ—মূলে বা আদৌ।

পউড়ী ১২

অগম অগোচরা, তেরা অংতু ন পাইআ ॥
অংতো ন পাইআ কিনৈ তেরা,
আপণা আপু তু জাণ হে ॥
জীঅ জংত সভি খেলু তেরা,
কিআ কো আখি বখাণএ ॥
আখহি ত বেখহি সভু তূ হৈ,
জিনি জগতু উপাইআ ॥
কহৈ নানকু তূঁ সদা অগংমু হৈ,
তেরা অংতু ন পাইআ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ

১২। হে অগম অগোচর, জ্ঞান বাণীর অতীত তোমার অন্ত কেহ পায় না। অন্ত পায় না কেহই তোমার, তুমি আপনিই আপনাকে জান। জীবজন্তু সমুদয় তোমার খেলা, ইহাদের মধ্যে কে তোমার কথা মুখে বলিয়া ব্যাখা করিতে পারে (অথবা—জীব জন্তু সবই তোমার খেলা, (কিআ) তুমি বানাইয়াছ, সেই সৃষ্ট মধ্যে কে তোমার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিতে পার ?) যাহা কিছু চক্ষু দ্বারা দেখা যায় (বা ব্যক্তরূপে যে কহিতেছে, পালনকর্তারূপে যে দেখিতেছে) সে সবই তুমি, যে তুমি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। কহে নানক, তুমি সর্ব্বদা অগম্য, তোমার অন্ত কেহই পায় না।

টীকা ঃ—কিনৈ—কেহই। কিআ—কিরূপে অথবা সৃষ্ট। আখি, আখ—কথা বা প্রসঙ্গ। বখাণএ—ব্যাখ্যা করে, বলে। উপাইআ—সৃষ্টি করিয়াছ।

পউড়ী ১৩

সুরি নর মুনি জন অংম্রিতু খোজদে,
সু অংম্রিতু গুর তে পাইআ ॥
পাইআ অংম্রিতু গুরি ক্রিপা কীনী,
সচা মনি ৱসাইআ ॥
জীঅ জংত সভি তুধু উপাএ,
ইকি ৱেখি পরসণি আইআ ॥
লবু লোভু অহংকারু চুকা,
সতিগুরু ভলা ভাইআ ॥
কহৈ নানকু জিসনো আপি তুঠা,
তিনি অংম্রিতু গুর তে পাইআ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

১৩। সুর নর মুনিজন অমৃত খোঁজে, সে অমৃত গুরুদেব হইতে পাওয়া যায়। পায় অমৃত সে, গুরুদেব যাহাকে কৃপা করিয়াছেন এবং যে সত্য দেবতাকে হৃদয়ে বসায়। জীব জন্তু সবই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, এক (অদ্বিতীয় তোমাকে) দেখিয়া (তোমায়) স্পর্শ অর্থাৎ পূজা করিতে আসিয়াছি। আমার (লবু) ধনাকাঙ্খা, লোভ এবং অহংকার চুকিয়া গিয়াছে, গুরুদেবকে আমি ভাল বাসিয়াছি। নানক কহে, যাহার প্রতি তিনি আপনি তুষ্ট, সে অমৃত গুরুদেবের নিকট হইতে পাইয়াছে।

টীকা ঃ—চুকা—চুকিয়া গিয়াছে, মিটিয়া গিয়াছে। তুঠা—তুষ্ট, প্রসন্ন।

পউড়ী ১৪

ভগতা কী চাল নিরালী ॥
চালা নিরালী ভগতাহ কেরী,
বিখম মারগি চলণা ॥
লবু লোভু অহংকারু তজি,
ত্রিসনা বহুতু নাহী বোলণা ॥
খংনিঅহু তিখী ৱালহু নিকী,
এতু মারগি জাণা ॥
গুর পরসাদী জিনী আপু তজিআ,
হরি ৱাসনা সমাণী ॥
কহৈ নানকু চাল ভগতা,
জুগহু জুগু নিরালী ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

১৪। ভক্তদিগের চালচলন নিরালা, সাধারণ হইতে বিলক্ষণ। চাল নিরালা ভক্তজনগণের, দুর্গম বন্ধুর (ভক্তি) পথে তাঁহারা চলেন। ধনাকাঙ্খা, লোভ ও অহংকার তথা তৃষ্ণা তাঁহারা ত্যাগ করেন এবং বহু কথা তাহারা বলেন না। তরবারী হইতে তীক্ষ্ণ এবং কেশ হইতে সূক্ষ্ম পথে তাঁহাদিগকে যাইতে হয় *। গুরুপ্রসাদে যাঁহারা আপনাকে বিসর্জন করিয়াছে (অভিমান ত্যাগ করিয়াছে) তাঁহারা শ্রীহরির বাসনাতে সমাহিত হইয়াছেন। কহে নানক, ভক্তদিগের চাল যুগে যুগেই নিরালা, অন্য হইতে বিশেষ।

টীকা :—লবু—ধনাকাঙ্ক্ষা বা ভোজনাকাঙ্ক্ষা। লোভু—সঞ্চয় লোভ।

* তুলনীয়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধতঃ। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি-(উপনিষদ)"।

পউড়ী ১৫

জিউ তূ চলাইহি তিব চলহ সুআমী,
হোর কিআ জাণা গুণ তেরে ॥
জিব তূ চলাইহি তিব চলহ,
জিনা মারগি পারহে ॥
করি কিরপা জিন নামি লাইহি,
সি হরি হরি সদা ধিআরহে ॥
জিসনো কথা সুণাইহি আপণী,
সি গুর দুআরে সুখু পারহে ॥
কহৈ নানকু সচে সাহিব,
জিউ ভাবৈ তিবৈ চলারহে ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

১৫। যে ভাবে তুমি চালাও সে ভাবেই আমরা চলি হে স্বামীন্, অধিক কি আর জানিতে পারি তোমার গুণ ? যাহাদিগকে তুমি সত্য পথে রাখিয়াছ, তাহারা যেমন তুমি চালাও তেমনি চলে।* কৃপা করিয়া যাহাকে তুমি নাম মিলাইয়া দাও, সে সর্ব্বদা হরি হরি ধ্যান করে। যাহাকে তোমার আপনার কথা শুনাও, সে গুরুর দুয়ারে (তোমার কথা শুনিয়া) সুখ পায়। নানক কহিতেছে, সত্য সাহেব (প্রভু) যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপই আমাদিগকে চালাইয়া লয়েন।

টীকা ঃ—সুআমী—স্বামী, প্রভু। জিন—যাহাকে। জিসনো—যাহাকে, যাহাদিগকে।

* ফরিদ কোট—জিস প্রকার তূঁ চলারতা হৈ তিসী প্রকার ইহ জীব চলতে হৈ ॥ পুনা জিনা পুরুসা কো ভগতী কে রস্তে পারতা হৈদ সোঈ পৈদে হৈ অর্থাৎ যেমন তুমি চালাও ইহ জীব সেই প্রকারেই চলে, পুনঃ যাহাদিগকে তুমি ভক্তির পথে রাখ তাহারা তাহাই পায় অর্থাৎ সেই পথেই চলে।

পউড়ী ১৬

এহু সোহিলা সবদ সুহাবা ।
সবদো সুহাবা সদা সোহিলা,
সতিগুরু সুণাইআ ॥
ইহু তিন কৈ মংনি বসিআ,
জিন ধুরহু লিখিআ আইআ ॥
ইকি ফিরহি ঘনেরে, করহি গলা,
গলী কিনৈ ন পাইআ ॥
কহৈ নানকু সবদু সোহিলা,
সতিগুরু সুণাইআ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

১৬। এই শবদ, নামরূপ আনন্দ সঙ্গীত বা গুরূপদেশরূপ যশোগান বহুত সুন্দর অর্থাৎ সুমধুর। শবদ সদা মধুর আনন্দ সঙ্গীত সদগুরু শুনাইয়াছেন—ভাব, সদগুরু যাহাকে শুনাইয়াছেন সেই শুনিয়াছে। এই গুরূপোদেশরূপ মধুর শবদ তাহারই মনে বসিয়াছে কেহ যাহার ভাগ্যে অর্থাৎ অদৃষ্টফলকে পূর্ব্বে ইহা লেখা হইয়াছে। কেহ বহু গলাবাজী করিয়া ফিরে পরন্তু গলাবাজী করিরা কেহই (নাম) পায় না। কহে নানক, মধুর শবদ (আনন্দ সঙ্গীত) সদগুরু শুনাইয়াছেন।

টীকা ঃ—সোহিলা—মঙ্গল গান, আনন্দ সঙ্গীত বা পরমেশ্বরের যশোগান। সুহাবা—সুন্দর বা সুমধুর। সোহিলা সবদু সুহাবা—গুরূপদেশরূপ যশ বহুত সুন্দর (শ্রীগুরু-বাণী পরকাস)।

পউড়ী ১৭

পরিতু হোএ সে জনা
জিনী হরি ধিআইআ ॥
হরি ধিআইয়া পরিতু হোএ,
গুরমুখি জিনী ধিআইআ ॥
পরিতু মাতা পিতা কুটংব সহিত,
সিউ পরিতু সংগতি সরাঈআ ॥
কহিদে পরিতু সুনদে পরিতু,
সে পরিতু জিনী মংনি বসাইআ ॥
কহৈ নানকু সে পরিতু,
জিনী গুরমুখি হরি হরি ধিআইআ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ

১৭। পবিত্র হইয়াছে সেই জনেরা যাহারা শ্রীহরির ধ্যান করিয়াছে শ্রীহরির ধ্যান করিয়া পবিত্র হইয়াছে (তাহারা) যাহারা গুরুর উপদেশ ধ্যান করিয়াছে। পবিত্র তাহারা মাতা পিতা কুটুম্ব সহিত, সঙ্গী ও সখাগণ সকলের সহিত তাহারা পবিত্র। কহিতে পবিত্র, শুনিতে পবিত্র তাহারা পবিত্র যাহারা নাম মনে বসাইয়াছে। কহে নানক, তাহারা পবিত্র যাহারা গুরুমুখে (শুনিয়া) হরি হরি ধ্যান করিয়াছে।

টীকা ঃ—সিউ—সহিত। সংগতি—সঙ্গত, সঙ্গীগণ। সরাঈআ—উচ্চ সম্বন্ধীয় সকল বা সখাগণ সকলের সহিত।

পউড়ী ১৮

করমী সহজু ন উপজৈ
ত্রিণু সহজৈ সহসা ন জাই ॥
নহ জাই সহসা কিতৈ সংজমি,
রহে করম কমাএ ॥
সহসৈ জীউ মলীণু হৈ,
কিতু সংজমি ধোতা জাএ ॥
মংনু ধোরহু সবদি লাগহু,
হরি সিউ রহু চিতু লাই ॥
কহৈ নানক গুর পরসাদী সহজু উপজৈ,
এহ সহসা ইর জাই ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ

১৮। কর্মদ্বারা সহজ (ব্রহ্মজ্ঞান) উৎপন্ন হয় না, এবং সহজ বিনা সংশয় যায় না। যায় না সংশয় কিছুতেই যতই সংযম করিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করে। সংশয়ে (জীউ) হৃদয় মলিন হইয়া আছে, কি সংযম করিলে ইহা (মন হইতে) ধুইয়া ফেলা যায়? উঃ—মনকে ধুইয়া ফেল গুরূপদেশে লাগিয়া থাকিয়া এবং হরিতে চিত্ত লাগাইয়া রাখ। কহে নানক, গুরুদেবের প্রসাদেই মাত্র সহজ (জ্ঞান) প্রকাশিত হয় এবং সংশয় চলিয়া যায়।

টীকা ঃ—করমী—কর্ম বা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান। সহজু—সহজ, জ্ঞান বা ব্রহ্ম সহসা—সংশয়। জীউ—জীবন, হৃদয়। সিউ—সহিত।

পউড়ী ১৯

জীঅহু মৈলে বাহরহু নিরমল ॥
বাহরহু নিরমল জীঅহু ত মৈলে,
তিনী জনমু জূ ঐ হারিআ ॥
এহ ত্রিসনা রূড়া রোগু লগা,
মরণু মনহু বিসারিআ ॥
বেদা মহি নামু উতমু সো সুণহি নাহী,
ফিরহু জিউ বেতালিআ ॥
কহৈ নানকু জিনি সচু তজিআ কূড়ৈ লাগে,
তিনী জনমু জূ ঐ হারিআ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ

১৯। অন্তরে মলিন এবং বাহিরে নিরমল ; বাহিরে নির্মল কিন্তু অন্তরে যাহাদের ময়লা, তাহারা জুয়া খেলার জন্ম হারাইয়াছে। এই গভীর তৃষ্ণারোগ লাগিয়া রহিয়াছে তাহাদের অন্তরে, মন হইতে মরণ ভুলিয়া গিয়াছে। বেদ সমূহের মধ্যে উত্তম যে নাম, তাহা শোনে না, বেতালের ন্যায় ঘুড়িয়া বেড়ায়। কহে নানক, যাহারা সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্যে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহারা জুয়া খেলায় জন্ম হারাইয়াছে।

টীকা ঃ—জীঅহু—অন্তরে বা হৃদয়ে। বাহরহু—বাহিরে। তিনী—তাহারা। বিসারিআ—ভুলিয়া গিয়াছে। বেতালিআ—বেতালের ন্যায়, ভূত প্রেতের ন্যায়। কূড়ৈ—মিথ্যাতে।

পউড়ী ২০

জীঅহু নিরমল, বাহরহু নিরমল ॥
বাহরহু নিরমল জীঅহু নিরমল,
সতি গুর তে করণী কমাণী ॥
কূড় কী সোই পহুচৈ নাহী,
মনসা সচি সমাণী ॥
জনমু রতনু জিনী খটিআ,
ভলে সে রণজারে ॥
কহৈ নানকু জিন মংনু নিরমল,
সদা রহহি গুরু নালে ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ

২০। অন্তরেও নির্মল এবং বাহিরেও নির্মল, বাহিরেও তো নির্মল অন্তরেও নির্মল যাহারা তাহারা সদগুরু হইতে (সত্) কর্ম কামাইয়াছে; মিথ্যাতে সে কখনও পৌঁছায় না, প্রবৃত্ত হয় না, এবং মন সত্যে সমাহিত হয়। মানব জনমরূপ রত্ন যাহারা লাভ করিয়াছে তাহারা উৎকৃষ্ট বণিক। কহে নানক, যাহাদের মন নিরমল, তাহারা থাকে সর্বদা গুরুর সহিত, গুরুর উপদেশ আশ্রয় করিয়া।

টীকা :—জীঅহু—অন্তরে। করণী—সৎকর্ম। সমাণী—সমাহিত হয়। রণজারে—বণিক। নালে—সঙ্গে

পউড়ী ২১

জে কো সিখু গুরু সেতী সনমুখু হোৱৈ ॥
হোৱৈ ত সনমুখু সিখু কোঈ,
জীঅহু রহৈ গুর নালে ॥
গুরকে চরণ হিরদৈ ধিআএ,
অংতর আতমৈ সমালে ॥
আপু ছড়ি সদা রহৈ পরণৈ,
গুর বিনু অৱর ন জাণৈ কোই ॥
কহৈ নানকু সুনহু সংতহু,
সো সিখু সনমুখু হোএ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ

২১। যদি কোনও শিষ্য গুরুর সহিত সনমুখ অর্থাৎ গুরুর দিকে মুখ করিয়া থাকে, থাকে যদি গুরুর দিকে মুখ করিয়া কেহ, তাহার অন্তর গুরুর সহিত থাকে; গুরুর চরণ কমল সে হৃদয়ে ধ্যান করে এবং অন্তরাত্মাতে (তাঁহাতে) সমাহিত হইয়া থাকে। সে আপনাকে অর্থাৎ আমি আমার এই অভিমান ছাড়িয়া দেয়, সর্বদা গুরুর বাধ্য থাকে। গুরুবিনা অপর কিছুই সে জানে না। কহে নানক, শোন হে সন্তগণ, সেই শিষ্য গুরুর সনমুখ, গুরুরপানে মুখ করিয়া থাকে।

টীকা ঃ—সেতী—সাহিত। সনমুখ—গুরুমুখ, গুরুর আজ্ঞাধীন। সিখু—শিখ অর্থাৎ শিষ্য। জীঅ—আত্মা, অন্তর বা হৃদয়। আপু—নিজকে, আপনার অহংকার। পরণৈ—আশ্রয়ে বা বাধ্য থাকে।

পউড়ী ২২

জে কো গুর তে বেমুখ হোৱৈ,
বিনু সতিগুর মুকতি ন পাৱৈ ॥
পাৱৈ মুকতি ন হোরথৈ কোঈ,
পুছহু বিবেকীআ জাএ ॥
অনেক জূনী ভরমি আৱৈ
বিনু সতিগুর মুকতি ন পাএ ॥
ফিরি মুকতি পাএ লাগি চরণী,
সতিগুরু সবদু সুণাএ ॥
কহৈ ননকু ৱীচারি দেখহু,
বিণু সতিগুরু মুকতি ন পাএ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ

২২। যে কেহ মনমুখ গুরুতে বিমুখ হয়, বিনা সদগুরু মুক্তি, পায় না। পায় না মুক্তি (দ্বিতীয়) অন্য স্থানে কেহ, জিজ্ঞাসা কর যাইয়া বিচারবান্-দিগকে। অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া আসে বিনা সদগুরু মুক্তি পায় না। ফিরিয়া মুক্তি পায় যদি সদগুরুর চরণে লাগে এবং তিনি শব্দ শুনাইয়া দেন। কহিতেছে নানক, বিচার করিয়া দেখ, সদগুরু বিনা মুক্তি পাওয়া যায় না।

টীকা :—জেকো—যে কেহ পাষণ্ডী অর্থাৎ মনমুখ। বেমুখ—বিমুখ। হোর থৈ—অন্য স্থানে। বিবেকীআ—বিবেকবান্, বিচারবান্।

পউড়ী ২৩

আরহু সিখ সতিগুরু কে পিআরিহো,
গারহু সচী বাণী ॥
বাণী ত গারহু গুরু কেরী,
বাণীআ সিরি বাণী ॥
জিন কউ নদরি করমু হোরৈ,
হিরদে তিনা সমাণী ॥
পীরহু অংম্রিতু সদা রহহু হরি রংগী,
জপিহু সারিঙ্গ পাণী ॥
কহৈ নানকু সদা গারহু,
এহ সচী বাণী ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

২৩। এসো হে সদগুরুর প্রিয় শিষ্য, গান কর সত্য বাণী; বাণীতো গাও গুরুদেবের—বাণী সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণী * যাহাকে পরমেশ্বর কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তাহার হৃদয়ে ইহা সমাহিত হয়। পান কর গুরু বাণী-অমৃত, সদা থাক হরি রংগে রঞ্জিত হইয়া, জপ কর সেই সার্ঙ্গপাণিকে। কহে নানক সর্বদা গান কর এই সত্য বাণী।

টীকা—সিরি—শির, শ্রেষ্ঠ। নদরি—নদর, যিনি কৃপা করেন, পরমেশ্বর। করম—কৃপা, অনুগ্রহ। সমানী—সমাহিত হয়।

---

* 'বাণী ত গারহ .....সিরি বাণী'

কেবল গুরুবাণীই বিচার পূর্বক (তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্) গান কর। গুরুবাণীই বাণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণী।

পউড়ী ২৪

সতিগুরূ বিনা হোর কচী হৈ বাণী।
বাণীত কচী সতিগুরূ বাঝহু,
হোর কচী বাণী ॥
কহদে কচে সুণদে কচে,
কচী আখি রখাণী।
হরি হরি নিত করহি রসনা,
কহিআ কছু ন জাণী ॥
চিতু জিন কা হিরি লইয়া মাইআ
বোলনি পএ ররাণী ॥
কহৈ নানকু সতিগুরূ বাঝহু,
হোর কচী বাণী ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

২৪। সদগুরু বিনা অপর সমুদয় বাণীই কাঁচা। বাণীতো কাঁচা সদগুরু ব্যতীত প্রত্যেক বাণীই কাঁচা। যাহারা কহে তাহারা কাঁচা, যাহারা শোনে তাহারা কাঁচা, কাঁচা যাহারা ইহা বলে ও ব্যাখ্যা করে। নিত্য হরি হরি করে তাহাদের রসনা কিন্তু কি কহে তাহা কিছুই জানে না (বুঝে না)। হরিয়া লইয়াছে মায়া তাহাদের অন্তর, কেবল মুখে (অভ্যাস বশতঃ বৃথাই) বলিতে থাকে প্রভুর নাম। কহে নানক, সদগুরুর বাণী ব্যতীত অপর সকল বাণীই কাঁচা।

টীকা—সতিগুরূ বিনা—সদগুরুর বাণী ব্যতীত। বাঝহু=ব্যতীত। হোর—অপর সমুদয়। আখি রখানি—মুখে উচ্চারিত। ররাণী—অভ্যাসবশতঃ অনবরত জিহ্বায় উচ্চারিত অসার বুলি।

পউড়ী ২৫

গুর কা সবদু রতনু হৈ,
হীরে জিতু জড়াউ ॥
সবদু রতনু জিতু মনু লাগা,
ইহু হোআ সমাউ ॥
সবদি সেতী মনু মিলিআ,
সচৈ লাইআ ভাউ ॥
আপে হীরা রতনু আপে,
জিসনো দেই বুঝাই ॥
কহৈ নানক সবদু রতনু হৈ,
হীরে জিতু জড়াউ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

সদগুরু প্রদত্ত নামের মহিমা—

২৫। সদগুরু প্রদত্ত শবদ (অমূল্য) রত্ন, যাহাতে জ্ঞানরূপ হীরার জড়োয়া কাজ করা। এই শব্দ-রত্নে যে মন লাগাইয়া রাখে, সে সমাহিত থাকে (ঈশ্বরে)। শবদে মন যখন মিলিয়া থাকে, তখন সত্য স্বরূপের প্রতি ভাব (প্রেম) হয়। (গুরুমন্ত্র) আপনিই (জ্ঞানরূপ) হীরা ও বৈরাগ্যরূপ রত্ন পরন্তু পরমেশ্বর আপনি যাহাকে বুঝাইয়া দেন (সেই ইহার মূল্য জানিতে পারে)। কহে নানক, শবদ বৈরাগ্যরূপ রত্ন যাহাতে জ্ঞানরূপ হীরার কাজকরা।

টীকা—সবদ—শব্দ; গ্রন্থসাহেবের ভাষায় শবদ, নাম, গুরুমন্ত্র, গুরুবাণী, বীজমন্ত্র, গুরূপদেশ ইহারা একার্থ বোধক—নাম। জড়াউ=জড়িত, খচিত। সেতী—সহিত। ভাউ—ভাব বা প্রেম।

পউড়ী ২৬

সিব সকতি আপি উপাইকৈ,
করতা আপে হুকমু ররতাই ॥
হুকমু ররতাই আপি রেখৈ,
গুরমুখি কিসৈ বুঝাই ॥
তোড়ৈ বংধন, হোরৈ মুকতু,
সবদু মংনি রসাই ॥
গুরমুখি জিসনো আপি করৈ সো হোরৈ,
একস সিউ লিরলাই ॥
কহৈ নানকু আপি করতা,
আপে হুকমু বুঝাই ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

২৬। শিব ও শক্তি নিজে সৃষ্টি করিয়া কর্তা আপনি তাঁহার হুকুম প্রবর্তন করিয়াছেন। হুকুম প্রবর্তন করিয়াছেন আপনি, তিনি আপনি দেখন (জীবের কর্ম), গুরুমুখে কাহাকেও কহাহাকেও (ইহা) বুঝাইয়া দেন। সে তখন বন্ধন কাটিয়া ফেলে, মুক্ত হইয়া যায় এবং গুরু শবদ মনে বসায়। যাহাকে তিনি আপনি গুরুমুখী করেন, সেই গুরুমুখী হয় এবং সে সেই একের প্রতি মন দেয়, চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া রাখে। কহে নানক, তিনি আপনি কর্ত্তা, আপনি (জীবকে আপনার) হুকুম বুঝাইয়া দেন।

টীকা—সিব সকতি—আত্মা ও প্রকৃতি। ররতাই—প্রবর্তন করিয়াছেন। রেখৈ—দেখেন। একস সিউ—একের প্রতি। লিরলাই—মন দেয়, চিত্তবৃত্তি লাগাইয়া রাখে।

পউড়ী ২৭

সিম্রিতি সাসত্র পুংন পাপ বীচারদে,
ততৈ সার ন জাণী ॥
ততৈ সার ন জাণী গুরু বাঝহু,
ততৈ সার ন জাণী ॥
তিহী গুণী সংসারু ভ্রমি সুতা,
সুতিআ রৈণ রিহাণী ।
গুর ক্রিপা তে সে জন জাগে,
জিনা হরি মনি রসিআ,
বোলহি অংম্রিত বাণী ॥
কহৈ নানকু সো ততু পাত্র,
জিসনো অনদিনু হরি লিব লাগৈ,
জাগত রৈণি রিহাণী ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

২৭। স্মৃতি ও সাংখ্য প্রভৃতি ছয় শাস্ত্র (অর্থাৎ শাস্ত্রের বক্তা শ্রোতা পুণ্য পাপের বিচার করে কিন্তু তাহাদের দ্বারা সার (তত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বরের যথার্থ খবর) জানা যায় না তাহাদের দ্বারা সার জানা যায় না গুরু বতীত ; গুরু ব্যতীত তাহাদের দ্বারা সার জানা যায় না (কোনমতেই)। ত্রিগুণে সংসার শয়ন করিয়া আছে ভ্রমে, রাত্রি ও দিবস। গুরুকৃপাতে সেই জনেরাই জাগে যাহারা হরিকে হৃদয়ে বসাইয়াছেন এবং তাহারাই অমৃত বাণী বলেন। কহে নানক, সেই জনেরাই তত্ত্ব লাভ করে যাহারা (গুরুকৃপায়) অনুদিন শ্রীহরিতে প্রীতি লাগাইয়া রাখে এবং রাতদিন জাগিয়া থাকে।*

টীকা—সিম্রিত—স্মৃতি। সাসত্র=ছয় শাস্ত্র, যথা—ন্যায়, বৈশষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত। সার—খবর। সুতা—শয়ন করিয়া আছে। সুতিয়া—অজ্ঞানে শুইয়া থাকিয়া। রৈণ—রাত্রি রূপী অবস্থা। রিহানী—অতিবাহিত। জিনা হরি মনি রসিআ—গুরুকৃপায় হরি যাহার মনে বসিয়াছেন, হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। লিব—প্রীতি বা চিত্তবৃত্তি। লাই—লাগিয়া রাখে। বোলহি অমৃত বাণী—তাহারা অমৃত স্বরূপ (মিষ্ট) বাক্য বলেন, উক্ত অবস্থায় তাহারা যে বাক্য বলেন তাহা অমর অর্থাৎ সত্য হয়, ভাব—চতুর্যুগের মানুষ তাঁহাদের বাণী কখনও ভুলিতে পারে না। তুলনীয়—"আখণ, রেখণ, বোলনা সবদে রহিআ সমাই……" (শ্রীরাগ মহলা—৩নং ২২।২৫।৩)।

পউড়ী ২৮

মাতা কে উদর মহি প্রতিপালন করে,
সো কিউ মনহু বিসরীঐ ॥
মনহু কিউ বিসরীঐ এবড় দাতা,
জি অগনি মহি আহারু পহুচারএ ॥
উসনো কিহু পোহি ন সকী,
জিসনউ আপণী লিব লারএ ॥
আপণী লিব আপে লাএ,
গুরমুখি সদা সমালীঐ ॥
কহে নানকু এ বড় দাতা
সো কিউ মনহু বিসরীঐ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ

২৮। মাতার উদর মধ্যে যিনি প্রতিপালন করেন তাহাকে মন হইতে তুলিয়া যাও কেন? মন হইতে কেন বিস্মৃত হও সেই বড় দাতাকে যিনি (জঠরস্থ) অগ্নির মধ্যে আহার পৌঁছাইয়া দেন। উহাকে কিছুই ক্লেশ দিতে পারে না (অর্থাৎ তাহাকে কোনই বিঘ্ন আসিয়া লাগিতে পারে না) যাহাকে তিনি ভালবাসেন। যে গুরুমুখী জনকে তিনি আপনি ভাল বাসিয়া থাকেন (আপনার প্রীতিতে গ্রহণ করেন) সে সর্বদা পরমেশ্বরে সমাহিত থাকে। কহে নানক, এমন যে বড় দাতা তাঁহাকে তুমি কেন ভুলিয়া থাক?

টীকা—উদরমহি=উদর মধ্যে, গর্ভমধ্যে। বিসরীঐ—ভুলিয়া যাও। কিহু—কেহই বা কোনই। পোহি ন সকী—(বিঘ্ন) প্রবেশ করিতে পারে না, ব্যাপ্ত করিতে পারে না। জিসনউ—যাহাকে। আপণী লিব লারএ—আপনার প্রীতিতে গ্রহণ করেন বা আপনি ভালবাসেন। সমালীঐ—স্মরণ করে, জপ করে, সমাহিত থাকে। আপনী লিব আপে লাত্র ...সদা সমালীঐ—আপনার প্রীতিতে (যাহাকে) আপণী গ্রহণ করেন, সে গুরুমুখ হইয়া বা সেই গুরুমুখ সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করে বা তাঁহাতে সমাহিত থাকে।

পউড়ী ২৯

জৈসী অগনি উদর মহি
তৈসী বাহরি মাইআ ।।
মাইআ অগনি সভ একো জেহী
করতৈ খেলু রচাইআ ।।
জা তিসু ভাণা তা জংসিআ,
পররারি ভলা ভাইআ ।।
লিৱ ছুড়কী লগী ত্রিসনা,
মাইআ অমরু ৱরতাইআ ॥
এহ মাইআ জিতু হরি ৱিসরৈ,
মোহ উপজৈ ভাউ দূজা লাইআ ॥
কহৈ নানকু গুর পরসাদী জিনা লিৱ লাগী,
তিনি ৱিচে মাইআ পাইআ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ

২৯। যেমন উদরের মধ্যে অগ্নি, তদ্রূপ বাহিরে মায়া। মায়া এবং জঠরাগ্নি সব একই, যাহা দ্বারা বিশ্বকর্তা খেলা রচনা করিয়াছেন। জন্মিতে তিনি বলিয়াছেন (আদেশ করিয়াছেন), তাই (শিশু) জন্মিয়াছে, পরিবার আনন্দিত হইয়াছে, শিশু জন্ম গ্রহণ করায়। (জন্মে) ভগবানের প্রতি প্রেম (সম্বন্ধ) ছুটিয়া যায়, মায়া অমর হইয়া উহার উপরে প্রভুত্ব করে এবং বিষয় তৃষ্ণা আসিয়া লাগে। তাহাই মায়া যাহা হরিকে বিস্মরণ করিয়া দেয়, মোহ উপজে, এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ, হরি ছাড়া অন্য পদার্থে প্রীতি হয়। নানক, গুরুপ্রসাদে যাহারা শ্রীহরিতে প্রেম করে তাহারা মায়ার মধ্যে (সংসারে) থাকিয়াও তাঁহাকে পায়।

টীকা—উদর মহি—উদর মধ্যে, মাতৃগর্ভে। ভাণা—ইচ্ছা, আদেশ, অভিপ্রায়। লিৱ ছুড়কা—মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন জীব সংসারাগ্নিতে আসিয়া পড়ে তখন ভগবানের সহিত সংযোগ ছুটিয়া যায় অর্থাৎ জীবের ভগবৎ বিস্মৃতি ঘটে, তখন মায়া আসিয়া জীবকে অধিকার করে। দূজা লাইয়া—ভাব দ্বন্দ্বে অর্থাৎ হরি ছাড়া অন্য বস্তুতে লইয়া যায়।

পউড়ী ৩০

হরি আপি অমুলকু হৈ,
মুলি ন পাইআ জাই ॥
মুলি ন পাইআ জাই,
কিসৈ বিটহু, রহৈ লোক লিৱলাই ॥
ঐসা সতিগুরু জে মিলৈ,
তিসনো সউপীঐ, বিচহু আপু জাই ॥
জিসদা জীউ তিস্থু মিলি রহৈ,
হরি রসৈ মনি আই ॥
হরি আপি অমূলক হৈ
ভাগ তিনা কে নানকা,
জিন হরি পলৈ পাই ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩০। হরি আপনি অমূল্য, তাঁহার মূল্য পাওয়া যায় না। মূল্য জানিতে পারে না তাঁহার কেহই যদিও লোকরা তাঁহার সমীপে চীৎকার (বিলাপ) করিতে থাকে, ব্যর্থ প্রযত্ন বা ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতে থাকে। এরূপ (আর্যাবান পুরুষ) সদগুরু যদি তোমার মিলে তাঁহাকে তোমার শির অর্পণ কর, তাহা হইলে মন হইতে অভিমান চলিয়া বাইবে; যাঁহার এই জীবন (প্রাণ), তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, হরি তোমার হৃদয়ে আসিয়া বসিবেন। হরি আপনি অমূল্য, পরম ভাগ্য তাহাদের হে নানক, যাহারা শ্রীহরিকে স্বীয় অন্তঃকরণে পাইয়াছে।

টীকা—অমূলকু—অমূল্য, আদি অন্ত রহিত। মুলি—মূল্য, মূল বা অন্ত। বিটহু—সমীপে, পার্শ্বে, চরণে। ৱিললাই—চীৎকার, বিলাপ। বিটহু রহে লোক ৱিললাই—যদিও লোকেরা (বহুলোক) তাঁহার চরণে আপনাদের মস্তক অর্পণ করে ভাব, যত্ন বা ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতে থাকে। পলৈ—হৃদয়ে, অন্তঃকরণে।

পউড়ী ৩১

হরি রাসি মেরী, মনু রণজারা ॥
হরি রাসি মেরী, মনু রণজারা,
সতীগুর তে রাসি জাণী ॥
হরি হরি নিত জপিহু জীঅহু,
লাহা খাটিহু দিহাড়ী ॥
এহু ধনু তিনা মিলিআ,
জিন হরি আপে ভাণা ॥
কহৈ নানকু হরি রাসি মেরী,
মনু হোআ রণজারা ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩১। হরিনাম আমার রাশি, মূলধন, আমার মন হইতেছে বণিক। হরি আমার রাশি, আমার মন বণিক, সদগুরু হইতে আমি রাশিকে জানিয়াছি। হে জীব, হরি হরি নিত্য জপ কর (মন লাগাইয়া), লাভ খাটিয়া আনিবে দিনের দিন। এই ধন মিলিয়াছে তাহাদের, যাহাদিগকে হরি আপনি বলিয়াছেন, আদেশ করিয়াছেন। কহে নানক, হরি আমার মূলধন, মন হইতেছে বণিক।

টীকা—রণজরা—বণিক। রাসি—মূলধন। দিহাড়ী—দিনের দিন, নিত্য নিত্য। ভাণা—কথা, আদেশ। জীঅহু—হে জীব, হে আমার জীব (আত্মা) বা হৃদয়।

পউড়ী ৩২

হে রসনা তূ অনরসি রাচী রহী,
তেরী পিআস ন জাই ॥

পিআস ন জাই হোরতূ কিতৈ,
জিচহু হরি রসু পলৈ ন পাই ॥

হরি রসু পাই পলৈ, পীঐ হরি রসু,
বহুড়ি দ ত্রিসনা লাগৈ আই ॥

এহু হরি রসু করমী পাঈঐ,
সতিগুরু মিলৈ জিসু আই ॥

কহৈ নানকু হোরি অনরস সভি বীসরে,
জা হরি বসৈ মণি আই ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩২। হে রসনা, তুমি অন্য রসে লাগিয়া রহিয়াছ, তোমার পিপাসা যাইবে না। পিপাসা যাইবে না অন্য কিছুতেই যে পর্যন্ত না হরিনাম রস তোমার হৃদয় মধ্যে পাইয়াছ। হরিনামের রস যদি অন্তরে পাও এবং পান কর, পুনরায় তৃষ্ণা আসিয়া লাগিবে না। এই হরিরস সেই কর্মী (ভাগ্যবানজন) পায় যাহাকে সদগুরু আসিয়া মিলিয়াছেন। কহে নানক, সে সমুদয় অন্যরস ভুলিয়া যায়, যাহার মনে হরি আসিয়া বসিয়াছেন।

টীকা—অনরসি—অপর রসে। হোরতু কিতৈ—অন্য কিছুতেই। জিচহু—যে পর্যন্ত। পলৈ—অন্তরে, হৃদয় মধ্যে। করমী—কৃপা।

পউড়ী—৩৩

হে সরীরা মেরিআ হরি তুম মাহ
জোতি রখী তা তূ জগ মহি আইআ ॥
হরি জোতি রখী তুধু বিচ,
তা তূ জগ মহি আইআ ॥
হরি আপে মাতা আপে পিতা,
জিনি জীউ উপাই জগতু দিখাইআ ॥
গুর প্রসাদী বুঝিআ তা চলতু হোআ,
চলতু নদরী আইআ ॥
কহৈ নানকু স্রিসটি কা মূলু রচিআ,
জোতি রাখী তা তূ জগ মহি আইআ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৩। হে শরীর আমার, হরি তোমার মধ্যে জ্যোতি রাখিয়াছেন, তাই তুমি জগতে আসিয়াছ। হরি জ্যোতি রাখিয়াছেন তোমার অভ্যন্তরে, তাই তুমি জগতে আসিয়াছ। হরি আপনি মাতা, আপনি পিতা যিনি জীবকে সৃষ্টি করিয়া জগৎ দেখাইয়াছেন। গুরুপ্রসাদে যে (ভেদ) বুঝিয়াছে, তাহার কাছে জগৎ চলত, মায়ার খেলা এবং মায়ার খেলা তাহার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। কহে নানক, তিনি সৃষ্টির মূল (আশ্রয়) দেহ রচনা করিয়াছেন এবং তাহার অভ্যন্তরে জ্যোতি রাখিয়াছেন, তাই তুমি জগতে আসিয়াছ।

টীকা—জীউ—জীব। উপাই—সৃষ্টি করিয়াছেন। চলতু—নাশবন্ত বা মায়ার খেলা।

পউড়ী—৩৪

মনি চাউ ভইআ,
প্রভু আগম সুণিআ ॥
হরি মঙ্গল গাউ সখী,
গ্রিহু মংদরু রণিআ ॥
হরি গাউ মংগল নিত সখীরে,
সোগু দূখু ন রিআপএ ॥
গুর চরণ লাগে দিন সভাগে,
আপণা পির জাপএ ॥
অনহত বাণী গুর সবদি জাণী,
হরি নামু হরি রসু ভোগো ॥
কহৈ নানকু প্রভু আপি মিলিআ,
করণ কারণ জোগো ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৪। চিত্ত আমার আনন্দোৎফুল্ল, প্রভু আসিবেন এই কথা শুনিয়া। হে সখিগণ, তোমরা হরি মঙ্গল গান কর; এই দেহরূপ গৃহ মন্দির হইয়া গিয়াছে। গাও নিত্য হরিমংগল, হে সখিগণ, শোক দুঃখ কিছুই ব্যাপিবে না। শ্রীগুরুদেবের চরণে যে দিন আমি লাগিয়া থাকি, সেই দিনই সৌভাগ্যবান্ এবং যেদিন আমার প্রিয়তমের নাম জপ করিতে থাকি। অনাহত বাণী গুরুপ্রদত্ত নাম হইতে জানি, হরিনামে হরিরস ভোগ করি। কহে নানক, প্রভু স্বয়ং আপনি আসিয়া মিলিয়াছেন, যে প্রভু করণ ও কারণ, যিনি সবই করিতে ও করাইতে পারেন!

টীকা—করণ কারণ যোগ—যিনি গড়িতে ও ভাঙ্গিতে সমর্থ। যোগ—যোগ্য, সমর্থ।

পউড়ী—৩৫

হে সরীরা মেরিআ ইসু জগ মহি আইকৈ
কিআ তুধু করম কমাইআ ॥
কি করম কমাইআ তুধু সরীরা
জা তূ জগ মহি আইআ ॥
জিনি হরি তেরা রচনু রচিআ
সো হরি মনি ন বসাইআ ॥
গুর পরসাদী হরি মংনি বসিআ
পূরবি লিখিআ পাইআ ॥
কহৈ নানকু এহু সরীরু পরবাণু হোআ
জিনি সতিগুর সিউ চিতু লাইআ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৫। হে আমার শরীর, এই জগৎ মাঝারে আসিয়া কি কর্ম তুমি করিয়াছ? কি কর্ম করিয়াছ তুমি হে শরীর, যে-অবধি তুমি জগতে আসিয়াছ। যে হরি তোমার এই রূপ রচনা করিরাছেন সেই হরিকে তুমি মনে বসাও নাই, স্থাপন কর নাই। গুরুদেবের প্রসাদে হরি যাহার মনে বসিয়াছে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে পূর্বের লেখা অনুসারে তাহা পাইয়াছে। কহে নানক, এই শরীর পরবাণ, প্রমাণ ধন্য অর্থাৎ সফল হইয়াছে তাহার যে গুরুদেবকে চিত্তে ধারণ করিয়াছে।

টীকা—পরবাণ—প্রমাণ, প্রবীণ, প্রামাণিক, প্রমাণ সত্য, প্রধান; সত্য সন্তোষ, ধৈর্য, ধর্ম ও দয়া এই পঞ্চগুণ সমন্বিত সন্তগণ প্রামাণিক জন বলিয়া চিহ্নিত হন। ফরিদকোট, ডাঃ তারণ সিং, সোটি তেজাসিং প্রভৃতি টীকাকারগণ পরবাণ্‌র অর্থ 'সফল' গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যাকলিক—acceptable, এম্ এল্-পিস—Seal of acceptance অর্থ করিয়াছেন।

পউড়ী—৩৬

এ নেত্রহু মেরিহো হরি তুম মহি জোতি ধরী,
হরি বিনু অররু ন দেখহু কোঈ ॥
হরি বিনু অররু ন দেখহু কোঈ,
নদরী হরি নিহালিআ ॥
ইহু রিসু সংসার তুম দেখদে,
এহু হরি কা রূপ হৈ ;
হরি রূপ নদরী আইআ ॥
গুর প্রসাদী বুঝিআ,
জা দেখা হরি একু হৈ ,
হরি বিনু অররু ন কোঈ ॥
কহৈ নানকু ইহু নেত্র অংধ সে,
সতিগুরি মিলিঐ দিব দ্রিসটি হোঈ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৬। হে নেত্র আমার, হরি তোমার মধ্যে জ্যোতি ধারণ করিয়াছেন। হরি বিনা আর কিছুই দেখিও না।

দেখিও না হরি বিনা অপর কিছু। নজর করিয়া (সমুদয় শক্তির সহিত) দেখ, হরিকে দৃষ্ট হইতেছে অথবা নজর, নিরীক্ষণ দ্বারাই হরিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বিশ্ব সংসার যাহা তুমি দেখিতেছ, এ সমস্ত হরির রূপ, এ সমুদায় হরির রূপই নজরে পড়িতেছে।

গুরুদেবের অনুগ্রহে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, যাহা কিছু দেখিতেছি সমস্তই একমাত্র হরি, হরি ভিন্ন অপর কিছুই নাই।

কহে নানক, এই নেত্র ছিল অন্ধ, সদগুরু মিলিয়াছে তাই দিব্য দৃষ্টি হইয়াছে।

টীকা—নদরী—নজর, তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ, কৃপাদৃষ্টি বা যিনি নদর অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি করেন, এই অর্থে নদরী হরি নিহালিআ'—কৃপাদানের মালিক হরিকে দৃষ্ট হইতেছে। নিহালিআ—দেখা যাইতেছে, অন্যত্র, নিহাল, প্রসন্ন, খুশী কৃতকৃত্য, কৃতার্থ, ধন্য। এভাবে গ্রন্থ সাহেবের টীকাকারগণ 'নদরী' ও 'নিহাল' শব্দের স্থল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অংধ সে—জ্ঞান বিনা (নেত্র) অন্ধ ছিল।

পাউড়ী—৩৭

হে শ্রবণহু মেরিহো
সাচৈ সুনণৈ নো পঠাএ ॥
সাচৈ সুনণৈ নো পঠাএ, সরীরি লাএ,
সুণহু সতি বাণী ॥
জিতু সুণী মনু তনু হরিআ হোআ,
রসনা রসি সমাণী ॥
সচু অলখ বিড়াণী, তাকী
গতি কহী ন জাএ ॥
কহৈ নানকু অংম্রিত নাম সুণহু,
পবিত্র হোৱহু সাচৈ সুনণৈ নো পঠাএ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৭। হে শ্রবণ আমার, সত্য (প্রভুর নাম) শুনিবার জন্য তোমরা প্রেরিত হইয়াছ। সত্য শুনিবার জন্য তোমরা প্রেরিত হইয়াছ এবং শরীরে সংবদ্ধ হইয়াছ, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সৎ বাণীই কেবল শোন। যাহা শুনিয়া মন তনু মুগ্ধ হইয়া যায় এবং (জপদ্বারা) রসনা হরিরসে সমাহিত হইয়া থাকে। সেই সত্য দেবতা অলক্ষ্য, অদ্ভুত (আশ্চর্য) তাঁহার গতি কহিতে পারা যায় না। কহে নানক, অমৃত নাম শোন, পবিত্র হও, সত্য শুনিবার জন্য তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন তিনি।

টীকা—শ্রবণহু—শ্রবণ, কর্ণ। অলখ—অলখ্য, যাহাকে লক্ষ্য করা যায় না। বিড়াণী—অদ্ভুত, বিস্ময়কর, আশ্চর্য্যজনক। গতি—প্রাপ্তি।

পউড়ী—৩৮

হরি জীউ গুফা অংদরি রখি কে
রাজা পরণু রজাইআ ॥
রজাইআ রাজা পউণ,
নউ দুআরে পরগটু কীএ
দসরা গুপতু রখাইআ ॥
গুর দুআরে লাই ভারনী,
ইকনা দসরা দুআরু দিখাইআ ॥
তহু অনেক রূপ নাউ নর নিধি;
তিসদা অংতু ন জাই পাইআ ॥
কহৈ নানকু হরি পিআরৈ
জীউ গুফা অংদরি রখি কৈ
রাজা পরণু রজাইআ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৮। হরিজী শরীররূপ গুফার অভ্যন্তরে জীবকে রাখিয়া বাজনার যন্ত্রের মত শ্বাসরূপ পবনের বাজা বাজাইয়াছেন। পবনের বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়াছেন, পুনঃ নবম দ্বার প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, দশম দ্বার গুপ্ত রাখিয়াছেন। গুরুর দুয়ারে লইয়া গিয়া কাহাকে কাহাকে তিনি ভাব (প্রেমভক্তি) দিয়াছেন এবং দশম দুয়ার (আনন্দময় পরমেশ্বরের ধাম) দেখাইয়া দিয়াছেন। তথায় তাহার (দশম-দ্বারের) অনেক প্রকার রূপ, নাম এবং নবনিধি, তাহাদের অন্ত কভু পাওয়া যায় না। কহে নানক, প্রিয়তম হরি (জীবকে) গুফার অভ্যন্তরে রাখিয়া তাহাতে প্রাণ পবন বাজাইয়া দিয়াছেন, বাদ্যযন্ত্রের মত।

টীকা—জীউ—জীব, জীবাত্মা। রাজা—বাজনা, বাদ্যযন্ত্র। পরণু—পবন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ পবন। পউন—পুনরায়। নউ দুআর—নবদ্বার, যথা—২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ্র, ১ মুখ, ১ লিঙ্গ, ১ মলদ্বার। ভারনী—ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রেম।

পউড়ী—৩৯

ইহু সাচা সোহিলা
সাচৈ ঘরি গাৱহু ॥
গাৱহু ত সোহিলা ঘরি সাচৈ,
জিথৈ সদা সচু ধিআৱহে ॥
সচৈ ধিআৱহি জা তুধু ভাৱহি,
গুরমুখি জিনা বুঝাৱহে ॥
ইহু সচ সভনা কা খসমু হৈ,
জিসু ৱখসে সো জনু পাৱহে ॥
কহৈ নানকু সচু সোহিলা,
সচৈ ঘরি গাৱহে ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ

৩৯। আনন্দবাণীরূপ এই সত্য (সোহিলা) মঙ্গল গান সৎসঙ্গরূপী সত্য মন্দিরে গান কর। গাও তো এই মঙ্গল সঙ্গীত সেই সাচ্চা ঘরে যেখানে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সন্তগণ ধ্যান করেন। তাহারাই সত্য স্বরূপকে ধ্যান করে যাহারা তোমাতে প্রেম করে এবং যাহাদিগকে হে পরমেশ্বর, গুরুমুখে তুমি বুঝাইয়া দাও। এই সত্য সকলকারই স্বামী পরন্তু যাহার প্রতি সদগুরু অনুগ্রহ করেন সেই জনই তাহাকে লাভ করে। কহে নানক, এই সত্য যশরূপ আনন্দ সংগীত সত্যগৃহে গান কর।

টীকা—সোহিলা—পরমেশ্বরের যশোগান, মঙ্গল সঙ্গীত বা আনন্দের গান। সচৈ ঘরি—সত্য গৃহে, সাধু সঙ্গে 'সতি সংগত সৌঈ জাণীঐ জিথৈ একো নামু ৱখাণীঐ' সাধুসঙ্গ তাহাকেই জানিবে যেখানে কেবল একমাত্র নামেরই ব্যাখ্যা—কীর্তন হয়।

পউড়ী—৪০

অনংদু সুনো ৱড় ভাগীহো,
সগল মনোরথ পূরে ॥
পারব্রহমু প্রভু পাইআ,
উতরে সগল বিসূরে ॥
দূখ রোগ সংতাপ উতরে,
সুণী সচী বাণী ॥
সংত সাজন ভএ সরসে,
পূরে গুর তে জাণী ।
সুণতে পুনীত কহিতে পৱিত্রু,
সতিগুরু রহিআ ভরপূরে ॥
বিনরংতি নানকু গুর চরণ লাগে,
ৱাজে অনহদ তূরে ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ

৪০। হে পরম সৌভাগ্যবানগণ! সকল মনোরথ পূরণকারী আনন্দের কথা শোন। আনন্দের কথা শোন হে আমার পরম সৌভাগ্যবান্ বন্ধুগণ, আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমি পরব্রহ্ম প্রভুকে লাভ করিয়াছি, উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছি, সকল শোক দুঃখ। দুঃখ, রোগ, সন্তাপ সমুদয় পার হইয়া গিয়াছি, সত্যবাণী শুনিয়া। সন্ত এবং সাধু জনেরা সরস (সুখী) হইয়াছেন, পূর্ণগুরু হইতে ইহা শুনিয়া। ইহা শুনিতে পবিত্র; কহিতে পবিত্র কারণ সদ্‌গুরু হইতে ভরপুর, পূর্ণস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। নানক বিনয় পূর্বক কহিতেছে, যদি (কেহ) গুরুর শ্রীচরণে লাগিয়া রহে, তবে অনাহত (তুর্য) ধ্বনি বাজে, অন্তরে তাহার।

টীকা—বিসূরে (ঝোরে)—শোক-দুঃখ অনুতাপ। সাজন—সাধুজন, উচ্চ বিদগ্ধজন। সরসে—সরস, বিকশিত, খুশি। অনহদ—অনাহত, তুর্যধ্বনি। তূরে—বাজে।

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

বিজ্ঞপ্তি

সহজে সত্যধর্ম্মের পূর্ণচ্ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতে সত্যদ্রষ্টা মনস্বী অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়কৃত ধর্ম ও গ্রন্থ-জগতে কোহিনূরতুল্য অমূল্য রত্ন আদি শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজীর মূল ও টীকাসহ অপূর্ব্ব বঙ্গানুবাদ পাঠ করুন, ইহাই বঙ্গভাষাভাষী সকলের নিকটে আমাদের কাতর নিবেদন।

প্রকাশিত খণ্ডসমূহের মূল্য তালিকা

১।	প্রথম খণ্ড—শ্রীগুরু নানক মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ জপজী, রহিরাস ও কীর্ত্তন সোহিলা		৩'০০
২।	দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীরাগ (পূর্বার্দ্ধ)		৪'০০
৩।	সুখমনী সাহিব—৫'০০	রেক্সিন বাঁধাই	৭'৫০
৪।	শ্রীমন্নানক ও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত হরিনামের মাহাত্ম্য (সুখমনীর পরিশিষ্ট)		০'৫০
৫।	আনন্দ্ সাহিব		১'৫০

প্রাপ্তিস্থান

ভেডিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্

বেরহামপুর-১ (গঞ্জাম), ওড়িশা

কলিকাতা প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)

কলিকাতা-১২